সমকাল

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

দুই শিক্ষার্থী ছাত্রলীগের হাতে লাঞ্ছিত, বহিস্কার ১

প্রকাশ: ২১ অক্টোবর ২২ । ২৩:৫৯ | আপডেট: ২২ অক্টোবর ২২ । ০০:০১

ইবি প্রতিনিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়- ফাইল ছবি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তরের দুই শিক্ষার্থীকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কয়েক নেতার বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় জড়িত থাকায় খালেদা জিয়া হলের এক ছাত্রীকে শুক্রবার সাময়িক বহিস্কার করা হয়েছে। এতে ছাত্রলীগ নেতাদের তোপের মুখে পড়েন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া। এ সময় তাঁরা ক্যাম্পাস অচল করার হুমকি দেন।

দুই শিক্ষার্থীকে লাঞ্ছনা ও বহিস্কৃত ছাত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের লাঞ্ছনায় অভিযুক্তদের বিচার দাবি করেছে শাখা ছাত্র ইউনিয়ন ও উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী।

খালেদা জিয়া হল সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সুপারিশে খালেদা জিয়া হলের নতুন ব্লকের ২০৪ নম্বর কক্ষে ওঠেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের সৈয়দা সায়মা রহমান। ছাত্রলীগের সুপারিশে সিটে ওঠায় বৃহস্পতিবার সকালে সায়মার সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা হয় সিনিয়র ছাত্রী মিতু ও পপির। পরে সায়মা বিষয়টি ছাত্রলীগ নেতা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের মেহেদী হাসান হাফিজকে জানালে তিনি মিতু ও পপিকে ফোন করে হুমকি দেন।

ওই দিন সন্ধ্যায় 'মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব' ম্যুরালের সামনে হাফিজ, তাঁর বন্ধু শাহিন আলম, অর্থনীতির তৃতীয় বর্ষের নাসিম আহমেদ মাসুমসহ কয়েকজন পপির পথরোধ করে শাসাতে থাকেন। এক পর্যায়ে হাফিজ পপির ওপর চড়াও হলে তাঁর সঙ্গে থাকা আইসটি বিভাগের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী পথিক প্রতিবাদ করলে তাঁকে মারধর করেন তাঁরা। এ সময় নিরাপত্তাপ্রধান আব্দুস সালাম সেলিম উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ঘটনা স্বাভাবিক করতে চেষ্টা করেন।

এ দিকে ঘটনাটি জানাজানি হলে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত বিক্ষোভ করেন খালেদা জিয়া হলের ছাত্রীরা।

এ দিকে শুক্রবার সকাল ১১টায় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া, প্রক্টর অধ্যাপক জাহাঙ্গীর হোসেন ও হল প্রভোস্ট ছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। এ সময় ছাত্রীরা সায়মাকে হল থেকে বহিস্কার, জনসম্মুখে হাফিজের ক্ষমা চাওয়া, হলের সব ছাত্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিতের লিখিত দাবি জানান। পরে ১২টার দিকে অভিযুক্ত সায়মাকে হল থেকে সাময়িক বহিস্কার করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

অন্যদিকে র‍্যাগিংয়ের (নির্যাতন) অভিযোগ তুলে হলের ১৩ ছাত্রীর বিরুদ্ধে প্রক্টর বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ দেন সায়মা। এতে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ তোলেন তিনি। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে হল প্রভোস্ট তিন সদস্যের আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন।

সায়মাকে বহিস্কার করায় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের তোপের মুখে পড়েন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নাসিম আহমেদ জয়, সহসভাপতি মুন্সি কামরুল হাসান অনিক, অভিযুক্ত শাহিন আলম, বিপুল হোসেন খানসহ প্রায় ৩০ জন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আজ দুপুরের মধ্যে ১৩ ছাত্রীর বিচার দাবি করেন। তা না হলে ক্যাম্পাস অচল করার হুমকি দেন।

এ বিষয়ে পপি বলেন, সায়মা দলীয় পরিচয়ে বড় ভাইদের ভয় দেখিয়েছেন। তাঁর কারণে হাফিজ আমাকে ও আমার বন্ধুকে প্রকাশ্যে দুই দফায় লাঞ্ছিত করে। সায়মার বক্তব্য, আমাকে হেনস্তা করা হয়েছে। আমি বিচার চাই। হাফিজ দু'জনকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ অস্বীকার করেন।

হল প্রধ্যক্ষ অধ্যাপক ইয়াসমিন আরা সাথী বলেন, অধিকতর তদন্তের জন্য প্রক্টরকে অনুরোধ জানিয়েছি। প্রক্টর অধ্যাপক জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, আমরা ব্যবস্থা নেব। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া বলেন, সমস্যার আইনগত সমাধানে যা করা দরকার তাই করব।

© সমকাল ২০০৫ - ২০২২

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোজাম্মেল হোসেন । প্রকাশক : আবুল কালাম আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৭১৪০৮০৩৭৮ | ই-মেইল: samakalad@gmail.com